তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১৭

শিক্ষার্থীদেরকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে

--- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ডসিস্টেম সরবরাহ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের সকল বিদ্যালয়ে একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি ও ব্যবহার অব্যাহত থাকবে। দেশের ৬৭টি পিটিআই-এ বিদ্যমান কম্পিউটার ল্যাব আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে। শিক্ষার্থীদেরকে তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্য শিক্ষকদেরকে আইসিটি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর মিরপুরে পিটিআই অডিটোরিয়ামে ‘ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব’ শীর্ষক কর্মশালার প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এএফএম মনজুর কাদির। সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আকরাম -আল-হোসেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, কোমলমতি শিশুরাই ২০২১ সালে মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও ২০৪১ সালে মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশের সারিতে অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাই তাদেরকে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করা এবং স্বচ্ছতা আনয়নকল্পে ই-মনিটরিং বাস্তবানের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে ট্যাব প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের যথাসময়ে আগমন এবং প্রস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বায়োমেট্রিক হাজিরা স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দুর্নীতি দূর ও স্বচ্ছতা আনার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকার বদলির বিষয়াদি অন-লাইনে সম্পন্নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিশন এখন ১৬ কোটি মানুষের ভিশনে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে বলেন, দেশের শিক্ষাখাতকে ডিজিটাল না করা হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জিত হবে না।

#

রবীন্দ্রনাথ/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২১৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১৬

বাংলাদেশ-ভারত নৌ সচিব পর্যায়ের বৈঠক সমাপ্ত

নতুন ‘পোর্ট অভ্ কল’ জগিগোপা ও বাহাদুরাবাদ

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

ভারতের জগিগোপা ও বাংলাদেশের বাহাদুরাবাদকে নতুন ‘পোর্ট অভ্ কল’ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ও ভারত। ভারতের ইছামতি নদীকে প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) রুটে আনার লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হবে। আত্রাই নদীর ভারতের অংশের ৪২ কিলোমিটার ভারতীয় কর্তৃপক্ষ খননের ব্যবস্থা করবে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নৌ সচিব পর্যায়ের দু’দিনের বৈঠকের শেষ দিনে আজ (৫ ডিসেম্বর) ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এসব তথ্য জানানো হয়। আজ সচিব পর্যায়ের এবং ইন্টার গভর্নমেন্টাল কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে নৌপরিবহন সচিব মোঃ আবদুস সামাদ এবং ভারতের পক্ষে সেদেশের নৌপরিবহন সচিব গোপাল কৃষ্ণ নেতৃত্ব দেন।

গতকাল (৪ ডিসেম্বর) একই স্থানে পিআইডব্লিউটিটি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গতকালের বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ভোলা নাথ দে এবং ভারতের পক্ষে সেদেশের সিনিয়র ইকোনমিক এডভাইজার রজত সাচার নেতৃত্ব দেন।

দু’দিনের বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে রাজশাহী থেকে পাকশী পর্যন্ত ৭৪ কিলোমিটার নৌপথের নাব্যতার জন্য পূর্বের ন্যায় ভারত ও বাংলাদেশ কর্তৃক যথাক্রমে ৮০ : ২০ অনুপাতে খরচ বহন সাপেক্ষে ড্রেজিং; কলকাতার বজবজ এলাকায় পর্যাপ্ত বয়া স্থাপন, ঘোড়ামারা নামখানা-হেমনগর এলাকায় চ্যানেল মার্কিং স্থাপন, নামখানা, হলদিয়া, বজবজ এলাকায় ভেসেল অবস্থানকালে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পারমিট ইস্যু এবং ডিউরেশন অভ্ শোর লিভ বৃদ্ধি; ভিসা সহজীকরণ, কাস্টমস্ ও ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা, বার্দিং সুবিধা বৃদ্ধি, নাইট নেভিগেশন বিষয়; চিলমারী-ধুবরীকে (আসাম) পোর্ট অভ্ কল; ক্রুদের এমবারকেশন এবং ডিসএমবারকেশন; নাকুগাঁও স্থলবন্দর ও ভারতের ডালু আইসিপি-ভুটানের গেলেপু পর্যন্ত কানেকটিং; সাটিংফিকেট অভ্ কম্পিটেন্সি; বাংলাদেশের ক্রু এবং মেরিন অফিসারদেরকে নির্দিষ্ট পোর্ট উল্লেখ না করে ভারতীয় ভিসা প্রদান; কোস্টাল শিপিং এগ্রিমেন্টের আওতায় সামিট এলায়েন্স পোর্ট লিমিটেড, মুক্তারপুরকে পোর্ট অভ্ কল ঘোষণা, বাংলাদেশি নাবিকদের বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনের জন্য কলকাতায় ড্রপ-ইন-সেন্টার চালু; স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) অনুযায়ী ভেসেল মেরামত; বাংলাদেশের কক্সবাজার (মাতারবাড়ী পোর্ট) এবং ভারতের ধামারা (চব্বিশ পরগুনা) পোর্টকে পোর্ট অভ্ কল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা; সমুদ্র এলাকায় জাহাজের সমস্যা দূর করতে নেভাল টেলেক্স সুবিধা স্থাপন এবং চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা হয়।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১৫

আদালতে বিশৃঙ্খলা হলে সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে --- আইনমন্ত্রী

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে খালেদা জিয়ার জামিনের মামলার শুনানিকালে বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের বিশৃঙ্খলা এবং হট্টগোলের বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, সরকার বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানকে অপমান বা অবমাননা করতে দেবে না। কারণ দেশের জনগণকে নিরাপদে থাকতে দেওয়ার জন্য দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করা এবং বিশৃঙ্খলা বন্ধ করা সরকারের দায়িত্ব। যারাই এরূপ আচরণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে সরকার বাধ্য হবে।

আইনমন্ত্রী আজ তাঁর গুলশানের আবাসিক কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন ।

মন্ত্রী বলেন, ‘আজ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে খালেদা জিয়ার জামিনের মামলার শুনানির সময় বিএনপির আইনজীবীদের এবং বিএনপি সমর্থক কিছু বহিরাগতদের আদালত কক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে আদালত অবমাননা এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টার আমি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’

মন্ত্রী বলেন, অতীতেও আমরা দেখেছি যে বিএনপিপন্থী আইনজীবী এবং বিএনপি সমর্থক বহিরাগতরা তাদের বিরুদ্ধে আদালত কোনো আদেশ বা রায় দিলেই তারা উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করে। বিএনপির এ ধরনের কর্মকা-ে পরিষ্কারভাবে প্রতিয়মান হয় যে, বিএনপির আইনের শাসনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর তাদের কোনো আনুগত্য নেই এবং বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের কাছে নিরাপদ নয়।

#

রেজাউল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১৪

রাজধানীতে পার্বত্য মেলা শুরু

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে চার দিনব্যাপী পার্বত্য মেলা আজ শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী প্রধান অতিথি হিসেবে মেলা উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ড. গওহর রিজভী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি করে উন্নয়নের দ্বার উন্মোচন করেন। শান্তি চুক্তির ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সকল সমস্যা রয়েছে তা পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

সভাপতির বক্তৃতায় বীর বাহাদুর উশেসিং বলেন, পার্বত্য মেলা আয়োজনের মাধ্যমে হস্ত ও কুটির শিল্প, বাঁশ-বেত, কৃষি দ্রব্যাদি ও ফলমূল প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে পাহাড়িদের সাথে রাজধানীবাসীর মেলবন্ধন সৃষ্টি হবে। পার্বত্য এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে তিনি জানান। পার্বত্যাঞ্চলে রাস্তাঘাট, কৃষি, স্বাস্থ্য খাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য দিপংকর তালুকদার, কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, বাসন্তী চাকমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। স্বগত বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর প্রচার ও বিপণনের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবারো এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলা ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন বিকাল ৫টা থেকে পাবর্ত্য জেলার শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

#

নাছির/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১৩

দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে কর্মসংস্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছে সরকার

--- শ্রম প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রাক্কালে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মসংস্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘স্কিল এন্ড ফিউচার অভ্ ওয়ার্ক’ শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনে গেস্ট অভ্ অনার হিসেবে বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এটুআই, ইউনিসেফ এবং জেনারেশন আনলিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, এনজিও সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে। দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের সুবিধা নিয়ে সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সহজে অতিক্রম করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সম্মেলনে তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক সমন্বয়ক এবং জেনারেশন আনলিমিটেডের চেয়ারম্যান মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ইউনিসেফ বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী তাসিন আহমেদ এবং অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবির বক্তৃতা করেন।

#

আকতারুল/ফারহানা/মোশারফ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১২

বিনামূল্যে মেয়েদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হবে

--- স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, দেশের সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহে এখন থেকে মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হবে। তিনি বলেন, ‘দেশের গ্রামাঞ্চলের মা ও মেয়ে শিশুদের জন্য অধিক মূল্য হওয়ার কারণে ন্যাপকিন ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এতে করে তাদের শরীরে ক্যান্সারসহ নানাবিধ জটিল রোগ সৃষ্টি হয়। এ কারণে দেশের সর্বত্র এ বছর থেকেই সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র থেকে মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে এই স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান করা হবে।’

আজ রাজধানীর পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে সপ্তাহব্যাপী ‘পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৯’ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

নিরাপদ মাতৃত্ব ও শিশু মৃত্যু হার প্রসঙ্গে জাহিদ মালেক আরো বলেন, ‘এসডিজি অর্জনে ৩.৭.২ সূচকে কৈশোরকালীন মাতৃত্ব কমানোর ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ ১৪ বছর বা তার কম বয়সী কিশোরী মায়েদের মধ্যে গর্ভজনিত জটিলতার কারণে মৃত্যু ঝুকি ৫ গুণ বেশি। ২০ বছরের বেশি বয়সী মায়েদের তুলনায় ১৫-১৮ বছর বয়সী মায়েদের মৃত্যুহার দ্বিগুণের বেশি। এক্ষেত্রে অধিকাংশ মায়েদের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার ব্যাপারে অনীহা থাকে। এ কারণে সারাদেশের সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা ডেলিভারি সিস্টেম চালু করে দেওয়া হবে।’

স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব শেখ ইউসুফ হারুন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলামসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১১

মাটি রক্ষায় সচেতন হতে হবে

--- কৃষিমন্ত্রী

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

মাটির যথাযথ ব্যবহার না করায় তার উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, শিল্পায়ন, দূষণ, ব্যাপক হারে বনভূমি ধ্বংস এবং অপরিকল্পিত চাষাবাদের ফলেও অনেক অঞ্চলের মাটি নষ্ট হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, মাটির পুষ্টি উপাদানের ঘাটতির ফলে মৃত্তিকা এখন হুমকির মুখে রয়েছে। এ কারণে বছরে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ ফসল উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। পাহাড়ি অঞ্চলে মৃত্তিকা ক্ষয়ের মাত্রা বেশি যা প্রায় ১২ শতাংশ। আর একটি সমস্যা হচ্ছে ইট ভাটা, এটি বেড়েই চলছে।

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক আজ ‘বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে এসব কথা বলে। রাজধানীর খামারবাড়ির আ কা মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়ামে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট দিবসটির আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রকাশিত স¥রণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের কৃষি শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা দিতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর পরিবেশে তৈরি করতে আমাদের সকলকে মাটি রক্ষায় সচেতন হতে হবে। মাটির গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝাতে হবে এবং মৃত্তিকা সম্পদ সংরক্ষণে জনগণকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক বিধান কুমার ভা-ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সচিব মোঃ নাসিররজ্জামান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মুঈদ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মোঃ কবির ইকরামুল হক ও FAO এর বাংলাদেশে প্রতিনিধি রবার্ট ডি সিম্পসন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. এস এম ইমামুল হক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল বারী।

দিবসটি উপলক্ষে ৩ ক্যাটেগরিতে ৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ প্রদান করা হয়। সম্মাননা পেয়েছেন বরিশালের মোঃ সুলতান হোসেন, নরসিংদীর ড. মোঃ নুরুল ইসলাম ভূইয়া এবং সিলেটের মোঃ আব্দুল আহাদ শাহীন। সম্মাননা হিসেবে তারা একটি ক্রেস্ট ও নগদ ১৫ হাজার টাকা করে পান।

এবারে দিবসের প্রতিপাদ্য ‘আমাদের ভবিষ্যৎ ‘মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ’।

#

গিয়াস/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০০০ঘণ্টা

Handout Number : 4610

**Shahidul Karim appointed Ambassador to Bhutan**

Dhaka, 5 December :

The Government has decided to appoint AKM Shahidul Karim, currently serving as Chief of Protocol in the Ministry of Foreign Affairs, as the new Ambassador of Bangladesh to Bhutan.

Ambassador designate Mr. Karim is a career foreign service officer, belonging to 18th batch of Bangladesh Civil Service (BCS) Foreign Affairs cadre. In his distinguished diplomatic career, he served in various capacities at Bangladesh Missions in Stockholm, Cairo and London. He also served as Consul General in Jeddah.

AKM Shahidul Karim graduated in Electrical and Electronic Engineering from Bangladesh University of Engineering & Technology (BUET). He also participated in executive programme on trade negotiations at Nanyang Technological University, Singapore as well as completed Japanese Language Course at Kansai Kokusai Center in Osaka, Japan.

He is married and blessed with two sons.

#

Foreign Affairs/Mahmud/Rafiqul/Joynul/2019/1720hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৯

সরকারিভাবে ধান ও চাল সংগ্রহে কৃষক-সহ সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন

--- খাদ্যমন্ত্রী

নওগাঁ, ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, সরকারি গুদামে আমন মৌসুমের ধান সংগ্রহ চলছে। শিগগিরিই চাল কেনা শুরু হবে। এরপর উৎপাদন, চাহিদা ও মজুতের হিসাব করা হবে। অধিক উদ্বৃত্ত হলে চাল রপ্তানি করবে সরকার। তিনি বলেন, খাদ্য বিভাগ ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসন ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সঠিক চাষি তালিকা তৈরি ও সেই তালিকা ধরে ধান সংগ্রহ হচ্ছে। কোথাও কৃষকের আবেদন বেশি জমা পড়লে প্রশাসন ও কৃষকের উপস্থিতিতে কৃষকের সামনেই লটারির মাধ্যমে কৃষক বাছাই করা হচ্ছে।

আজ নওগাঁর সাপাহার উপজেলা খাদ্যগুদামে ধান সংগ্রহ পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় গুদামে আগত কৃষকদের সাথে কথা বলেন ও ধান দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন খাদ্যমন্ত্রী। সরকারিভাবে ধান ও চাল সংগ্রহে কৃষকসহ সকলকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান খাদ্যমন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় সরকার শস্য ক্রয়নীতিতে পরিবর্তন এনেছে। ইতোপূর্বে কখনই আমনের ধান কেনা হয়নি। এবার ৬ লাখ টন ধান কেনা হচ্ছে। সেই ধান সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে সংগ্রহ চলছে। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে ধান সংগ্রহ করা হচ্ছে মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, দালাল, ফড়িয়া বা মধ্যস্বত্বভোগীরা যাতে কৃষকের ধানে ফায়দা লুটতে না পারে সেজন্য সংগ্রহের শুরুতেই নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। কোনো অনিয়ম হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গুদাম পরিদর্শনকালে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জিএম ফারুক হোসেন পাটোয়ারী ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

সুমন/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৮

সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে

--- সমবায় প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেছেন, সরকার দেশের সংবিধান অনুযায়ী সকল নাগরিকের সমান সুযোগ নিশ্চিত করে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

আজ বিশ্ব মর্যাদা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর শিশু একাডেমি অডিটোরিয়ামে ‘বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আইন চাই’ শীর্ষক আলোচনা সভা ও হরিজন সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। হরিজন ঐক্য পরিষদের সভাপতি বাবু কৃষ্ণ লাল এতে সভাপতিত্ব করেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সমাজের প্রতিটি মানুষেরই সুস্থ, সুন্দর ও স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার রয়েছে । দেশের সব শ্রেণির নাগরিককেই সমান সুযোগ দিতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচষ্টো ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। দল-মত-নির্বিশেষে সবার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

#

আহসান/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৭

সিরামিক পণ্য রপ্তানিতে সহায়তা বাড়াবে সরকার

--- বাণিজ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, সিরামিক পণ্য রপ্তানিতে সহায়তা বাড়াবে সরকার। বাংলাদেশের সিরামিক পণ্য বিশ^বাজারে ইতোমধ্যে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। উন্নত বিশ্বে বাংলাদেশের তৈরি সিরামিকের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। সিরামিকের গুণগতমান ও নির্মাণ শৈলী ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ করছে। বাংলাদেশ সরকার তৈরি পোশাকের পাশাপাশি যে সকল পণ্য রপ্তানিতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম সিরামিক পণ্য।

মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সিরামিক ম্যান্যুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় তিন দিনব্যাপী ‘সিরামিক এক্সপো-২০১৯’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সিরামিক পণ্য তৈরির জন্য কাঁচামাল ছাড়া অত্যাধুনিক পরিবেশবান্ধব ফ্যাক্টরি, গ্যাস-বিদ্যুৎ এবং সহজলভ্য দক্ষ শ্রমিক বাংলাদেশে আছে। বিশে^র যে কোনো দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করে বাজারে টিকে থাকার সক্ষমতা বাংলাদেশ অর্জন করেছে। সিরামিক শিল্পকে আরো লাভজনক ও রপ্তানিমুখী করতে সরকার সবধরনের সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, এবার ২০টি দেশের ১২০টি প্রতিষ্ঠান প্রায় ১৫০টি ব্রান্ড নিয়ে এক্সপোতে অংশ নিয়েছে।

৫০ টিরও বেশি দেশে বাংলাদেশের সিরামিক পণ্য রপ্তানি করে আয় হচ্ছে প্রায় ৫ কোটি ডলার। বর্তমানে সিরামিক শিল্পে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ রয়েছে। এ শিল্পে দেশের প্রায় ৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বাংলাদেশ সিরামিক ম্যান্যুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই’র প্রেসিডেন্ট শেখ ফজলে ফাহিম এবং অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ইরফান উদ্দিন।

#

বকসী/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৬

আন্দোলনের নামে অরাজকতা করলে জনগণ প্রতিহত করবে

--- তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিএনপি যদি আন্দোলনের নামে অরাজকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, জনগণ তা প্রতিহত করবে।

মন্ত্রী আজ দুপুরে রাজধানী ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে আগামী ২০-২১ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে ওয়েবসাইট council.albd.org উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, দলের উপ-প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আক্তার হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা বলরাম পোদ্দার, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহজাদা মহিউদ্দীন-সহ প্রচার উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আদালতে বিএনপি’র বিক্ষুব্ধ আচরণ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি বিএনপি আইন মানে না, আদালত মানে না, দেশের আইন আদালত কোনো কিছুর তোয়াক্কা করে না। বেগম খালেদা জিয়ার মামলাই দেশের ইতিহাসে সেই মামলা, যে মামলায় আসামী হাজির থাকা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ সংখ্যক জামিন হয়েছে। অন্যান্য মামলার দ্রুত রায় হলেও বেগম জিয়ার মামলা দীর্ঘ দশ বছর চালানো হয়েছে, তখনও তারা আদালতে হট্টগোল করেছে, আদালতের বাইরে হট্টগোল করেছে, জনগণের ওপর আক্রমণ করেছে, গাড়ি ভাঙচুর করেছে।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আজকে আদালতে তারা যে হট্টগোল করেছে, তারা যে আইন-আদালত মানে না তারই বহিঃপ্রকাশ এবং চরমভাবে আদালত অবমাননার শামিল। আর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কর্মসূচি দেবার অর্থ আদালতকে অবজ্ঞা-অবমাননা করা।’

‘আর তারা যদি কর্মসূচির নামে ভাঙচুর, জনগণের ওপর আক্রমণ পরিচালনা, অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করে, দেশের মানুষ তাদেরকে আবার কঠোরহস্তে প্রতিহত করবে, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

দলের জাতীয় সম্মেলন ওয়েবসাইট council.albd.org উদ্বোধনের প্রাক্-কথনে আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাছান মাহ্মুদ বলেন, আওয়ামী লীগ একটি আধুনিক ডিজিটাল রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগই যুগে যুগে জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখিয়েছে, জাতি যে ভবিষ্যৎ ভাবেনি, আওয়ামী লীগ সেটি ভেবেছে। শুধু ভাবনাতেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, কাজে রূপান্তর করেছে, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়েছে, ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়েছে, দিন বদলের বাংলাদেশ গড়েছে, খাদ্য ঘাটতির দেশ আজ খাদ্যে উদ্বৃত্তের দেশ। সুতরাং শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে।

কৃষিপ্রধান সমৃদ্ধ বাংলাদেশ শিল্পবিপ্লবের পর পিছিয়ে পড়ে, কিন্তু লক্ষ শহিদের রক্ত¯œাত বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকার দেশ নয়, উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সেই কারণে পৃথিবীর চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের পরামর্শে বাংলাদেশকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করার জন্যেই ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার শ্লোগান দিয়েছিলেন।

ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী নেতৃত্বে আজকের বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ। সাড়ে ১৬ কোটি মানুষের দেশে আজ ১৫ কোটিরও বেশি মোবাইল সিম ব্যবহার হয়। আজ একজন রিক্সাওয়ালা ভাইয়ের কাছে মোবাইল ফোন, একজন ভিক্ষুকের কাছে মোবাইল ফোন, একজন গৃহবধূর কাছেও মোবাইল ফোন। শুধু কথা নয়, মোবাইলে তারা ভিডিও কনফারেন্স করে, জমির ফসলের ছবি তুলে চাষি কৃষি কর্মকর্তাকে পাঠিয়ে মোবাইলেই জেনে নেয় কি ওষুধ দিতে হবে। পাশাপাশি আছে টেলিমেডিসিনও।

ওয়েবসাইট উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আধুনিক ডিজিটাল উন্নয়নের ধারাবাহিকতায়ই আজ আমরা আওয়ামী লীগের সম্মেলন উপলক্ষে ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেছি। আওয়ামী লীগের প্রচার উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সিআরআইকে এ কাজে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এই ওয়েবপেজে সম্মেলনের তথ্যের পাশাপাশি আমাদের সকল প্রকাশনাও পাওয়া যাবে।’

#

আকরাম/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৫

**জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বিধি মেনে চলার আহ্বান**

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

আগামী ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন এবং কনস্যুলার অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ (সংশোধিত ২০১০)’ এর বিধি ৩ অনুযায়ী, ‘জাতীয় পতাকা’ গাঢ় সবুজ রঙের হবে এবং ১০:৬ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তক্ষেত্রাকার সবুজ রঙের মাঝখানে একটি লাল বৃত্ত থাকবে। লাল বৃত্তটি পতাকার দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে। পতাকার দৈর্ঘ্যের   
নয়-বিংশতিতম অংশ হতে অঙ্কিত উল্লম্ব রেখা এবং পতাকার প্রস্থের মধ্যবর্তী বিন্দু হতে অঙ্কিত আনুভূমিক রেখার পরস্পর ছেদ বিন্দুতে বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু হবে।

জাতীয় পতাকার সঠিক মাপ ও যথাযথ নিয়ম অনুসরণ না করে অনেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে থাকেন, যা জাতীয় পতাকার অবমাননার সামিল।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এ পতাকার সঠিক মর্যাদা রক্ষায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ (সংশোধিত ২০১০)’ এ বর্ণিত পদ্ধতি যথাযথভবে অনুসরণ করে সঠিক মাপের মানসম্মত পতাকা উত্তোলনের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথা সর্বসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে অনুরোধ করা হয়েছে।

#

মারুফ/*অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০১৯/১৬০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৪

**অফিসার্স ক্লাবে আনন্দমেলার উদ্বোধন**

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

রাজধানীর অফিসার্স ক্লাব প্রাঙ্গণে তিন দিনব্যাপী আনন্দমেলার উদ্বোধন হল আজ।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম মেলার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে তিনি মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। অফিসার্স ক্লাব এর মহিলা কমিটি এই মেলার আয়োজন করেছে।

এসময় মহিলা ও শিশু বিষয়ক সচিব ও মহিলা কমিটির সভানেত্রী কামরুন নাহার, অফিসার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংস্কৃতি বিষয়ক সচিব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খান উপস্থিত ছিলেন।

এবারের আনন্দমেলায় ১৪৫টি স্টল রয়েছে। স্টলগুলোতে বুটিকস্‌, হস্তশিল্প ও অন্যান্য পোশাক শিল্পজাত পণ্য প্রদর্শিত হচ্ছে।

#

*জুলফিকার/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/আসমা/২০১৯/১৬০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৩

**নিরাপদ সন্তানপ্রসব ও শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে কমিউনিটি ক্লিনিক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে**     - মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

হ্যানয়, ৫ ডিসেম্বর :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, সরকার তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য চৌদ্দ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব ক্লিনিক থেকে গর্ভকালীন, মাতৃত্বকালীন ও প্রসূতি মায়েদের সেবাসহ বিভিন্ন জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ও বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ওষুধ প্রদান করা হচ্ছে যা নিরাপদ সন্তানপ্রসব, নবজাতকের স্বাস্হ্য সুরক্ষা **ও** শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল আরলি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্স ২০১৯ এর ২য় দিনের প্রথম সেশনে ইসিডি বাস্তবায়ন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিশুর নিরাপদে বেড়ে উঠার জন্য প্রয়োজন সুস্বাস্হ্য, পর্যাপ্ত পুষ্টি, নিরাপত্তা, শেখার সুয়োগ ও দায়িত্বশীল প্রতিপালনকারী। তিনি বলেন, এই সম্মেলন এসকল ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করা ও এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সহোযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে।

পরিবেশের উন্নয়ন, সুরক্ষা ও টেকসই বিষয়ে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোকে বেশি দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ইন্দিরা বলেন, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও পরিবেশ সরাসরি সম্পর্কিত। পরিবেশদুষণ একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের চেয়ে শিশুর বেশি ক্ষতি করে। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, শিশুদের জন্য নিরাপদ, সুরক্ষিত ও বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে এবং সে লক্ষ্যে কার্য্কর পদক্ষেপ নিতে হবে।

উল্লেখ্য, গতকাল এই সম্মেলন শুরু হয় যা আগামীকাল পর্যন্ত চলবে।

#

আলমগীর/*অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/আসমা/২০১৯/১৬০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০২

দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ড ইকো-ডিজাইন সম্মেলনে যোগ দিতে চীন গেছেন শিল্পমন্ত্রী

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

চীনের গুয়াংজুতে অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ড ইকো-ডিজাইন কনফারেন্সে ২০১৯ (The 2nd World Eco-Design Conference/WEDC 2019) যোগ দিতে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ঢাকা ত্যাগ করেছেন। চীন সরকার এবং জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউনিডো)’র যৌথ আয়োজনে ৬ ও ৭ ডিসেম্বর এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

সম্মেলনে বাংলাদেশকে ‘সম্মানিত অতিথি রাষ্ট্র’ এর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন। বাংলাদেশের নৃত্য, গানসহ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী হস্ত ও কারুশিল্প, ডিজিটাল আর্ট এবং ফ্যাশন ওয়্যার প্রদর্শিত হবে।

এ সম্মেলন টেকসই নগর ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল ও সাইবার প্রযুক্তি ব্যবহার এবং নতুন উদ্ভাবন প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহায়তার পথ প্রশস্ত হবে। এটি ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন এবং গণচীনের ‘বেল্ট এন্ড রোড’ উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিভিন্ন দেশ ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পরিবেশ ও প্রতিবেশবান্ধব টেকসই শিল্পায়নের ধারা জোরদার করতে সহায়তা করবে। এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পখাতে পরিবেশবান্ধব নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্মেলনে নয় সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শিল্পমন্ত্রী। তিনি ৮ ডিসেম্বর দেশে ফিরবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

#

জলিল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০১৯/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০১

**গণতন্ত্র মুক্তি দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্র মুক্তিদিবসউপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“৬ ডিসেম্বর ‘গণতন্ত্র মুক্তি দিবস’। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন। ১৯৯০ সালের এই দিনে স্বৈরাচারের পতন হয়। এ মহান দিবসে গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী সংগ্রামী দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

’৯০ পরবর্তী দুই দশকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অবৈধ ক্ষমতা দখলের পথ রুদ্ধ হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। পরবর্তীকালে অসাংবিধানিক ও অবৈধ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তারা জনগণের ভোটের অধিকার হরণ করে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে। মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে বিকৃত করে। দেশে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জনগণের ভোট ও মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা দীর্ঘ সংগ্রাম করি। এ আন্দোলন-সংগ্রামে দেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। নুর হোসেন, বাবুল, ফাত্তাহ, ডাঃ মিলনসহ অগণিত গণতন্ত্রকামী মানুষ আত্মাহুতি দেন। গণআন্দোলনের চাপে স্বৈরাচারী শাসক ১৯৯০ সালে ৬ ডিসেম্বর নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় গণতন্ত্র।

দেশবাসীর এই স্বতঃপ্রণোদিত ত্যাগ ও অধিকার রক্ষায় আপোশহীনতার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। গণতন্ত্র ও অধিকার আদায়ের সকল আন্দোলন-সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী দেশপ্রেমিক শহিদদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করছি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গণতন্ত্র, সংবিধান, আইনের শাসন ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধ করে আমরা দেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। সপরিবারে জাতির পিতার হত্যার বিচারের রায় আমরা কার্যকর করেছি। জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী-মানবতাবিরোধীদের বিচারের রায় কার্যকর হচ্ছে। আদালত ২১-এ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায় প্রদান করেছে। কোন ষড়যন্ত্রই আমাদের সত্য ও ন্যায় এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

আসুন, গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আরো শক্তিশালী করে দেশের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/*অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১২০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০০

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ (৫ ডিসেম্বর) :

সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, ২০১৯’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে নিম্নবর্ণিত ২টি স্ক্রল প্রচার করার জন্য অনুরোধ কর হলো :

**মূল বার্তা :**

টিভি স্ক্রলের বিষয়-১ : ‘দক্ষ হয়ে বিদেশ গেলে, অর্থ সম্মান দুই-ই-মেলে’ স্লোগানে যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৮ ডিসেম্বর পালিত হবে ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৯’।

টিভি স্ক্রলের বিষয়-২ : ‘বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানমালায় থাকবে অভিবাসী মেলা, সিআইপি অ্যাওয়ার্ড, বীমা সুবিধা উদ্বোধন এবং চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা’।

#

অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০১৯/১০৩০ ঘণ্টা